One Liner Shots (উত্তরের সমভূমি)

"উত্তরের সমভূমি" কি?

উত্তরের সমভূমি **সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র** এই **3টি** প্রধান নদী ও তাদের উপনদীর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই সমভূমি সম্পূর্ণরূপে **পলিমাটি** দ্বারা গঠিত। তাই, উত্তরের সমভূমি খুবই উর্বর এবং কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। উর্বর জমি এবং অর্থনৈতিক কৃষি কার্যক্রমের কারণে এগুলি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ।

উত্তরের সমভূমি সম্পর্কে ওয়ান লাইনার তথ্য

- উত্তর সমভূমি ভারতের একটি নবীন ফিজিওগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য। এটি শিবালিকের দক্ষিণে অবস্থিত।
- দক্ষিণ সীমানাটি হল ভারতের উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত বরাবর একটি তরঙ্গায়িত অনিয়মিত রেখা।
- এই সমভূমি পূর্ব দিকে পূর্বাঞ্চল পাহাড় দ্বারা সীমাবদ্ধ।
- ভারতের উত্তর সমভূমি **3টি** নদী ব্যবস্থা দ্বারা গঠিত, যেমন সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র; তাদের উপনদীসহ।
- উত্তরের সমভূমি পৃথিবীর বৃহত্তম **পলিমাটি** দ্বারা গঠিত সমভূমি। এই সমভূমিগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত প্রায় 3200 কিমি বিস্তৃত।

- এই সমভূমিগুলির গড় প্রস্থ 150 থেকে 300 কিলোমিটারের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। সাধারণভাবে, উত্তর সমভূমির প্রস্থ পূর্ব থেকে পশ্চিমে বৃদ্ধি পায় (আসামে 90-100 কিলোমিটার থেকে পাঞ্জাবে প্রায় 500 কিলোমিটার)।
- উত্তর সমভূমিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

➔ **পাঞ্জাব সমভূমি**

- ❖ এই সমভূমিটি সিন্ধু প্রণালীর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নদী দ্বারা গঠিত।
- ❖ সমভূমিটি মূলত **'দোয়াব'** বা দুটি নদীর মধ্যবর্তী জমি নিয়ে গঠিত।
- ❖ পাঞ্জাবের আক্ষরিক অর্থ হল "পাঁচ জলের ভূমি"। নদীগুলি হল ঝিলাম, চেনাব, রাভি, শতলুজ এবং বিয়াস।
- ❖ এই সমভূমির উত্তরাংশ [শিবালিক পাহাড়] **চো** নামক অসংখ্য স্রোত দ্বারা নিবিড়ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এর ফলে প্রচুর শুষ্ক ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়েছে।
- ❖ ঘাগর এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটি হরিয়ানায় অবস্থিত এবং এটিকে **'হরিয়ানা ট্র্যাক্ট'** বলা হয়।
- ❖ পাঞ্জাব অঞ্চলের পূর্ব থেকে পশ্চিমে **5** দোয়াব হল **বিস্ত দোয়াব, বারি দোয়াব, রচনা দোয়াব, চল/জেচ দোয়াব এবং সিন্ধু সাগর দোয়াব।**

➔ **গঙ্গা সমভূমি**

- ❖ পশ্চিমে যমুনা ক্যাচমেন্ট এবং পূর্বে বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত।
- ❖ এই সমভূমির বৃহত্তম জায়গা, **দিল্লি থেকে কলকাতা** পর্যন্ত প্রসারিত।
- ❖ গঙ্গা নদীপ্রণালীতে যোগদানকারী বিভিন্ন উপদ্বীপীয় নদীগুলি যেমন চম্বল, বেতওয়া, কেন, সোন প্রভৃতি গঙ্গা এবং এর উপনদীগুলির পাশাপাশি এই সমভূমি গঠনে অবদান রেখেছে।
- ❖ ফ্লুভিয়াল এবং শুষ্ক ভূমিরূপ যেমন লেভিস, ব্লাফস, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, জলাভূমি এবং গিরিখাত এখানে দেখা যায়।
- ❖ প্রায় সব নদীই ক্রমাগত তাদের গতিপথ পরিবর্তন করছে, যা এই এলাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ ও বন্যাপ্রবণ করে তুলছে। এ ব্যাপারে **কোসি** নদী উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন ধরে এটিকে **'বিহারের দুঃখ'** বলা হয়ে আসছে।
- ❖ **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ** পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ।
- ❖ সুন্দরবন, বা জোয়ারের বন, উপকূলীয় ব-দ্বীপের একটি বড় অংশ জুড়ে অবস্থান করে।
- ❖ ভাবর, তরাই, ভাঙ্গার, খাদার, লেভিস এবং অন্যান্য টপোগ্রাফিক বৈচিত্র এই সমভূমিতে পাওয়া যায়।
- ❖ এই সমভূমিটিকে আরও **3টি** উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: (a) উচ্চ গঙ্গা সমভূমি, (b) মধ্য গঙ্গা সমভূমি এবং (c) নিম্ন গঙ্গা সমভূমি।

➔ **ব্রহ্মপুত্র সমভূমি**

- ❖ এই সমভূমিকে **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা আসাম উপত্যকা বা আসাম সমভূমিও** বলা হয় কারণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিকাংশই আসামে অবস্থিত।
- ❖ এর পশ্চিম সীমানা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এবং নিম্ন গঙ্গা সমভূমির সীমানা দ্বারা গঠিত।
- ❖ এর পূর্ব সীমানা পূর্বাঞ্চলের পাহাড় দ্বারা গঠিত।

- ❖ এটি ব্রহ্মপুত্র এবং এর উপনদীগুলির জমা করা পলি দ্বারা নির্মিত একটি সমভূমি।
- ❖ এই অঞ্চলেও অনেক বিল এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ গঠিত হয়েছে।
- ❖ এই এলাকায় বড় জলাভূমি রয়েছে।
- ❖ পাললিক পাখা বা অ্যালুভিয়াল ফ্যানগুলি মোটা পলিমাটির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা গঠিত হয়। এগুলো **তরাই বা অর্ধ-তরাই** অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন টপোগ্রাফিকাল বৈচিত্র

ভাবর	তরাই	ভাঙ্গর	খাদার
ভাবর হল হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর গাঙ্গেয় সমভুমির উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এখানকার মাটির প্রধান উপাদান হল বালি ও পাথরের নুড়ি। এই অঞ্চলের মাটি ছিদ্রযুক্ত হয়ে থাকে। ভাবর বলয়টি পূর্বে সংকীর্ণ এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলে প্রশস্ত।	ভাবরের দক্ষিণ প্রান্তে ভুগরভস্থ নদিগুলি যেখানে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানের প্রশস্ত জলাভুমিকে তরাই বলা হয়। এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক গাছপালা সমৃদ্ধ বৃদ্ধি রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল	নদী আববাহিকার দূরবর্তী অঞ্চল যা প্রাচীন পলিমাটি দিয়ে গঠিত তাকে ভাঙ্গর বলা হয়। এই সমভূমি অঞ্চলে বালিয়াড়ি, মেন্ডার এবং ব্রেইডেড চ্যানেলের মতো টপোগ্রাফিকাল বৈচিত্র দেখা যায়।	নদী অববাহিকার তীরবর্তী যেসব অঞ্চল যা নবীন পলিমাটি দিয়ে গঠিত তাকে খাদার বলা হয়। তরাইয়ের দক্ষিনের অবস্থিত নতুন পলি দ্বারা গঠিত উরবর সমভূমি। এই সমভূমিতেও বালিয়াড়ি, মেন্ডার, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ এবং ব্রেইডেড চ্যানেল রয়েছে

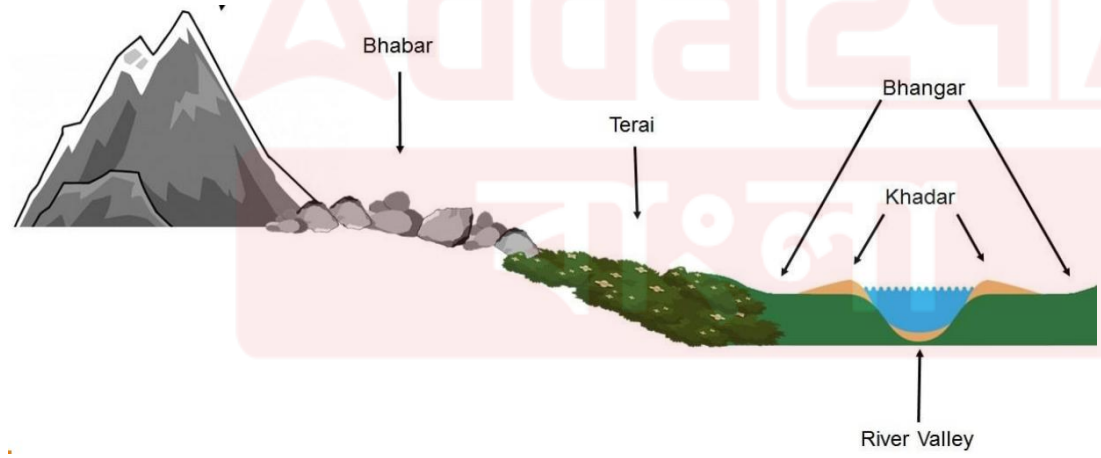

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

1. রাজস্থানের মরুভূমিতে **বাগার** অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলটি **রোহি** নামে পরিচিত। আরাবল্লী রেঞ্জে বেশ কিছু ছোট নদী বা স্রোত মরুভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। নদীর স্রোত বছরের বেশিরভাগ সময় শুকনো থাকে কিন্তু বর্ষাকালে প্লাবিত হয়।
2. **বিহারে** গঙ্গার সমান্তরালে বেশ কিছু জলাভূমি রয়েছে। এগুলিকে উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে স্থানীয় ভাষায় যথাক্রমে **কাউর ও তাল** বলা হয়।
3. **ভুর** হল সমভূমি অঞ্চলের **পশ্চিম** দিকে অবস্থিত ছোটো ছোটো দৃশ্যমান বালিয়াড়ি।